ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ১২তম সংখ্যা ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩

ঢাবি-এ বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হবে –উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল স্বাধীনতা ও দেশবিরোধী অপশক্তি প্রতিহত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তরুণ ও যুবসমাজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়ের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। যারা আজও এদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে তৎপর রয়েছে তাদের সকল অপচেষ্টা মোকাবেলা করে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হবে। মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর ২০২৩ বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি শেষে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে বেলুন উড়িয়ে উপাচার্য বর্ণাঢ্য এই র‍্যালির উদ্বোধন করেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালিটি সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এই বিজয় র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সমিতির নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘ওয়ান হেলথ, ওয়ান ওয়ার্ল্ড’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম

জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ-এর যৌথ উদ্যোগে ‘One Health, One World’ শীর্ষক ৩-দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে এই সিম্পোজিয়াম উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স-এর অধ্যাপক ওয়াতারু তাকুচি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘ডায়েরিয়া রোগ বিষয়ক’ মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাসাহিরো হাশিঝুমে। এই আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২৩ শেষ হয়েছে। সিম্পোজিয়ামের ঢাকা ঘোষণায় জানানো হয় যে, সিম্পোজিয়ামের ৩য় আসর অনুষ্ঠিত হবে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স-এর অধ্যাপক ওয়াতারু তাকুচি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব পুত্রা-এর অধ্যাপক আব্দুল রশিদ বিন মোহাম্মেদ শরীফ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সিম্পোজিয়াম সফলভাবে সম্পন্ন করায় আয়োজকসহ অংশগ্রহণকারী দেশ-বিদেশের শিক্ষক, গবেষক ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, উদ্ভাবন ও গবেষণা বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছেন। উপাচার্য আগামীবছর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য সিম্পোজিয়ামের ৩য় আসরের সফলতা কামনা করেন।

সিম্পোজিয়ামে সেরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করায় ৫জনকে পুরস্কৃত করা হয়। তারা হলেন- বাংলাদেশের সারা সুলতানা, মো. শাহরিয়ার সরকার ও মো. শাহিল রফিক, জাপানের নানামি ইগহিশিতা এবং মিয়ানমারের খিন মিয়াত খেও।

উল্লেখ্য, এই সিম্পোজিয়ামে ১২টি সেশনে ১০৫টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড গ্রীণ রিকোভারি বিষয়ক ৩৪টি, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক হেলথ্ রিসার্চ ইন এশিয়া বিষয়ক ২৪টি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট এন্ড সাসটেইনেবল বিল্ট এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক ১৮টি এবং আরবান সেফটি এন্ড ডিজাস্টার মিটিগেশন বিষয়ক ২৯টি। এতে জাপান, চীন, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু আগামী ১৮ ডিসেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ সোমবার দুপুর ১২টায় শুরু হবে এবং আগামী ০৫ জানুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে আবেদন কার্যক্রম শেষ হবে। গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ৪টি ইউনিটের মাধ্যমে ‘আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম’-এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিটগুলো হচ্ছে- ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’ এবং ‘চারুকলা ইউনিট’। আগামী ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বৃহস্পতিবার থেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরীক্ষা শুরুর ১ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

সভায় ‘আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম’-এ ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়সূচি অনুযায়ী ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ০১ মার্চ ২০২৪ শুক্রবার, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শনিবার এবং ‘চারুকলা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অংকন) আগামী ০৯ মার্চ ২০২৪ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। সকল ইউনিটের পরীক্ষা সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১২:৩০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ‘চারুকলা ইউনিট’ ব্যতীত অন্য ৩টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় কেন্দ্রসমূহ হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অভ্যন্তরীণ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারের সঙ্গে সকল অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও অফিস প্রধানগণ পৃথক পৃথকভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন টিমের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ‘সেবায় উদ্ভাবন’ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেল কর্তৃক উদ্ভাবিত ‘এপিএ সফটওয়্যার’ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য উপস্থাপন করেন সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান । ডেপুটি রেজিস্ট্রার রাজিব মাহমুদ সামিম পারভেজ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, অভ্যন্তরীণ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও এই চুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য আরও বলেন, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘স্টার্ট আপ স্টুডিও’ চালু এবং ২০২৪ সালের মার্চ মাসে উদ্ভাবন মেলার আয়োজন করা হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত ও সুদৃঢ় করতে সকল অংশীজনের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, সকল অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, অ্যালামনাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন সমিতির নেতৃবৃন্দসহ প্রায় আট শত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি কমপ্লেক্সে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, টুঙ্গিপাড়ার সাবেক ও বর্তমান মেয়র, গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় সুধীজন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। এসময় উপাচার্য তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি পরিবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের শীতকালীন ছুটি আংশিক পরিবর্তন করে ডিসেম্বর ১০-১৩ তারিখের পরিবর্তে ডিসেম্বর ২৬-৩১ তারিখ এবং ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালীন ছুটি আংশিক পরিবর্তন করে মে ২৬-৩০ তারিখের পরিবর্তে জুন ২৪-৩০ তারিখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল বা কর্তন করা হয় নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ক্যালেন্ডার-২০২৪ প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গত ২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

‘উন্নয়নের জন্য রাজস্ব’ শীর্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ‘উন্নয়নের জন্য রাজস্ব’ শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা গত ২৯ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া স্বাগত বক্তব্য দেন। কর অঞ্চল ঢাকা-১১ এর কর কমিশনার রওনক আফরোজ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কর প্রদান কার্যক্রমকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, একাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম নিয়মিত কর প্রদান বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগনের মাঝে কর প্রদানের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

ঢাবি-এ ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার উন্নয়নে ক্রীড়াসমাগ্রী প্রদান করা হয়েছে। গত ১২ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন সেমিনার কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এসব ক্রীড়াসামগ্রী হল প্রাধ্যক্ষদের নিকট হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) ও ঢাবি স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া, বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলী।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশব্যাপী খেলাধুলার উন্নয়নে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্রীড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও সফলতা অর্জনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সবসময় পাশে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে এবং জীবনের নানা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ায় সাফলতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড় কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

ক্রীড়া সামগ্রী প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও উৎসাহ প্রদানে ক্রীড়াসামগ্রী গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে এরকম ক্রীড়াসামগ্রী আরও প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশবিরোধী অপশক্তি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ত্যাগের ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলো এবং দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলো। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার মাধ্যমে দেশে মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে দেশ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টাকে সফল করতে আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে হবে। বিজয়ের মাসে এই প্রত্যয় গ্রহণ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করা হয়।

‘শেখ হাসিনা: আলোর সমুজ্জ্বল বাঙালি’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এবং ‘শেখ হাসিনা: আলোর সমুজ্জ্বল বাঙালি’ শীর্ষক আলোচনা সভা গত ১৭ নভেম্বর ২০২৩ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের সভাপতি সজীবুর রহমান সজীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত এবং বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন শাহাদাত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু ইউনুস।

উপাচার্য অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার ও স্থপতি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর আধুনিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার হলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-ইতিহাস বিভাগের অঙ্গনা রাণী পাল, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উম্মে হাবিবা চৈতী ও মেহের নিহার, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের মো. ওসমান গণি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মোহাম্মদ শ্রাবণ, নৃবিজ্ঞান বিভাগের মো. ফিরোজ হাসান এবং বাংলা বিভাগের সুহৃদ সাদিক।

আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা গত ২৬ নভেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

ঢাবি বাস্কেটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্‌লাল হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলী বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন, সুস্থ মন এবং সুস্থ শরীর বজায় রাখতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। যে সকল শিক্ষার্থী নিয়মিত খেলাধুলা করে, তারা পড়াশোনাতেও ভালো করে। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৩-দিনব্যাপী আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত

গত ১৯ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ৩-দিনব্যাপী আয়কর মেলা উদ্বোধন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজীকরণ এবং এ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা কর অঞ্চল ১১-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই মেলার আয়োজন করে।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং রাজস্ব বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ব্যক্তি পর্যায়ে কর প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর এই কর মেলার আয়োজন করা হয়। সচেতন নাগরিক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিতভাবে আয়কর প্রদান করেন। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে কর প্রদানের জন্য আয়োজিত এই মেলার প্রভাব অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়বে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু আগামী ১৮ ডিসেম্বর

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় চারুকলা ইউনিট ছাড়া অন্যান্য ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৬০ নম্বরের MCQ এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুধুমাত্র চারুকলা ইউনিটের পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের MCQ এবং ৬০ নম্বরের অংকন পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চারুকলা ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৩০ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৬০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১২০ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করা হবে। এরমধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ এবং মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলের উপর থাকবে ২০ নম্বর।

ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ২০১৮ থেকে ২০২১ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক/সমমান এবং ২০২৩ সনের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) ‘বিজ্ঞান ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৮ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫, ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ এবং ‘চারুকলা ইউনিট’-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে।

অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের গভীর শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ইমদাদুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং প্রথিতযশা শিক্ষক ও গবেষক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, উদার, মানবিক, সজ্জন, নম্র ও বিনয়ী এই গুণী শিক্ষক জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর ৮০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ৪বারের ডিন, সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি, বাংলাদেশ উদ্ভিদবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানের উন্নয়ন ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য এই স্বনামধন্য উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

রোভার স্কাউট গ্রুপ-এর অভিষেক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের মেট কাউন্সিল ২০২২-২৩ এর বিদায় সংবর্ধনা ও মেট কাউন্সিল ২০২৩-২৪ এর অভিষেক অনুষ্ঠান গত ২৯ নভেম্বর ২০২৩ এলিফ্যান্ট রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক ও প্রধান রোভার স্কাউট লিডার মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃহল সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল সাঁতার প্রতিযোগিতা ২০২৩-২০২৪-এ ছাত্র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং রানার্স-আপ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল। একই প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কবি সুফিয়া কামাল হল এবং রানার্স-আপ হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল। এছাড়া, ছাত্রদের আন্তঃহল ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং রানার্স-আপ হয়েছে বিজয় একাত্তর হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সাঁতার ও ওয়াটারপোলো কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলী বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমাজে মানুষে মানুষে হানাহানি, অসৎ কার্যকলাপ ও বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের মো. ইলিয়াস হোসেন এবং ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হয়েছেন কবি সুফিয়া কামাল হলের তামান্না জাহান।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

চীনা রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা এসময় তার সঙ্গে ছিলেন। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ' নামে একটি গবেষণাধর্মী সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের ব্যাপারে তারা মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে তিনি চীনা রাষ্ট্রদূতের কাছে আরও সাহায্য ও সহযোগিতা চান।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. রামিস সেন গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তুরস্কের ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউটের কো-অর্ডিনেটর ম্যাকিট কোক তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে 'তুর্কী ভাষা কোর্স'-এর সম্প্রসারণের ব্যাপারে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুর্কী ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়। শিগগিরই এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. রামিস সেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

স্পেনের ইন্ডিটেক্স চেয়ার

স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার বিষয়ক ইন্ডিটেক্স চেয়ার অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মস্কেরা গত ২৭ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় স্পেনের ভিজিটিং প্রফেসর মারিয়া আম্পারো পোর্টা রিভাস তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের জন্য স্পেনের ইন্ডিটেক্স চেয়ারকে ধন্যবাদ জানান।

চীনের এনজেআইটিটি প্রতিনিধিদল

চীনের নানজিং ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সপোর্ট টেকনোলজি (এনজেআইটিটি)-এর ডেপুটি পার্টি সেক্রেটারি মি. ওয়েন এইমিং-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৫ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন এনজেআইটিটি-এর রোড, ব্রিজ এন্ড হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক জিয়াং লিং এবং সহযোগী ডিন অধ্যাপক ঝাও ইয়ানজিং, আর্কিটেকচার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ঝাং ওয়েনবিন, ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এন্ড রিসার্স সেন্টারের পরিচালক মি. ঝি ঝিয়াওঝুন এবং ডেভেলপমেন্ট প্লানিং অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর মি. ঝাং দাওয়েই। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন ।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনজেআইটিটি-এর মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশের জন্য এনজেআইটিটি প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইরানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মি. মানসুর চাভোশি গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি মাহমুদ খোসরাভি তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এসময় ঢাবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ, অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করাসহ শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে আরও ভিজিটিং অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা, গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে নীতিগতভাবে তাঁরা ঐক্যমত পোষন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিক্ষা, গবেষণা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে। ওয়েবিনার, কর্মশালা ও সেমিনারসহ বিভিন্ন যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে এই চমৎকার সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক এবং শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যাপারেও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন ।

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. রামিস সেন গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার বিষয়ক ইন্ডিটেক্স চেয়ার অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মস্কেরা গত ২৭ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মি. মানসুর চাভোশি গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন ।

চীনের নানজিং ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সপোর্ট টেকনোলজি (এনজেআইটিটি)-এর ডেপুটি পার্টি সেক্রেটারি মি. ওয়েন এইমিং-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৫ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Employability Skills for Career Planning in Japan' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ এবং She Leads & She Inspires চ্যাম্পিয়ন টিম বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'Mapping Emergency Response and Evacuations Routes for University of Dhaka to Promote Disaster Preparedness and Support Post-Disaster Response Activities' শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৯ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি, বিসিএসআইআর এবং অস্ট্রেলিয়ার আরএমআইটি-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিচার্স (বিসিএসআইআর) এবং অস্ট্রেলিয়ার রয়াল মেলবোর্ন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আরএমআইটি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিসিএসআইআর-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ এবং আরএমআইটি -এর ডেপুটি ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক কালাম জে. ড্রুমন্ড নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি এবং সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আলী হোসেন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, আরএমআইটি'র প্রতিনিধিদল এবং ঢাবি'র কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা এবং বিসিএসআইআর-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিএসআইআর এবং আরএমআইটি যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, যৌথ তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিসিএসআইআর-এর গবেষকগণ রয়াল মেলবোর্ন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে পিএইচডি করার সুযোগ পাবেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও উদ্ভাবন বিনিময় করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করায় বিসিএসআইআর এবং আরএমআইটি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিএসআইআর-এর শিক্ষক ও গবেষকরা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পাবে।

তাজউদ্দীন আহমদ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭ মেধাবী শিক্ষার্থী

২০১৯ সালের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্রী মাহাবুবা ইসলাম মিম 'তাজউদ্দীন আহমদ শান্তি স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। এছাড়া, একই বিভাগের ছাত্রী তিথি দেবনাথকে 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। রচনা প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান লাভ করায় বিভিন্ন বিভাগের ৫জন শিক্ষার্থীকে 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২০ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পদক, বৃত্তি ও পুরস্কার তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সিমিন হোসেন রিমি, এমপি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ড. আহমাদ মোস্তফা কামাল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাগত ভাষণ দেন 'তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড'র দাতা মিসেস শারমিন আহমদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাবের আহমেদ চৌধুরী।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অতি ঘনিষ্ঠ সহচর ও বিশ্বাসভাজন। ষড়যন্ত্রকারীরা তাজউদ্দীন আহমদের চিন্তা-চেতনার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও স্বাধীন বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য উপাচার্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

তাজউদ্দীন আহমদ রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হলেন- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. সাকিবুর রহমান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মো. ইমতিয়াজ জামান শান্ত, আইন বিভাগের তাবাসসুম তালুকদার মীম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আতিয়া সাবিহা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সায়মা হক এলিন।

ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক পেলেন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের বিভিন্ন সালের এম এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ৫ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে 'ড. এম ওসমান গনি স্বর্ণপদক' এবং স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ৫ জন শিক্ষার্থীকে 'জেবুন্নেসা-আলতাফ স্মৃতি স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন বর্ষের ১৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ বিভাগীয় মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক ও বৃত্তির চেক তুলে দেন।

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. হারুনর রশীদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। 'SWED-DU Trust'-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল যুগোপযোগী গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ১০ জন শিক্ষার্থীকে 'ড. সাহাব বাসিত বৃত্তি', ১ জন শিক্ষার্থীকে 'ড. এফ আর খান ও মো. বাহাউদ্দিন চৌধুরী স্মৃতি বৃত্তি, ১ জন শিক্ষার্থীকে 'নাসিরা বেগম স্মৃতি বৃত্তি' এবং ১ জন শিক্ষার্থীকে 'মরিয়ম বেগম খান স্মৃতি বৃত্তি' প্রদান করা হয়।

গত ১২ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক জ্বালানি মন্ত্রনালয়ে স্বাক্ষারিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বিপিআই-এর পক্ষে মহাপরিচালক খেনচান স্বাক্ষর করেন। এ সময় অন্যানের্য মধ্যে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, জ্বালানি সচিব মো: নূরুল আলম এবং ঢাবি ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন।

শতবর্ষ বৃত্তি পেলেন ৩৯ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩৯জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শতবর্ষ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ জাতীয় বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সফলতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং তারা লেখাপড়ায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। শ্রেণিকক্ষের পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। দক্ষ গ্র্যাজুয়েট হিসেবে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন– বাংলা বিভাগের মোছা: আদুরী আক্তার, মোছা: মৌটুসী মামুন ও সুমাইয়া খাতুন, ইংরেজী বিভাগের নাফিয়া রহমান মাটি, আরবি বিভাগের শায়খ ওবায়দুল্লাহ , মুস্তাসির আহমাদ মুয়াজ ও মাহমুদুল আহসান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রীমা আক্তার ও রেজওয়ানা তাবাসসুম রাফা, উর্দু বিভাগের আরিফা সুলতানা রিপা ও রুহানি আফরিন, সংস্কৃত বিভাগের শিমু আক্তার ও মধু কুমার রায়, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের লক্ষী রানী ও মো. আমিনুর রহমান, ইতিহাসে বিভাগের মিসুক চাকমা, মো. নাছিম ইমতিয়াজ নিশাদ ও সুলতানা জাহান রুমী, দর্শন বিভাগের রমজান, মো. জাকির হোসেন ও আরিফুল ইসলাম বাধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাঈদা আফরিন সুমি, আবু হোরায়রা ও কানিজ ফাতেমা সুমি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. মুসফিকুর রহমান, আক্কাস আলী সাবিদ ও স্বর্ণালী, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের মো. সোহানুর রহমান ও মো. হাসনাইন, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের নিকিতা আজম ও অরুণা সিক্ত সাচী, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের ফজলে দাউদ হায়দার ও মো. শফিকুল ইসলাম, সংগীত বিভাগের প্রীতি রানী ও পার্থ সরকার, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিখা রানী দাস ও মোছা: হোসনেয়ারা খাতুন, নৃত্যকলা বিভাগের রাশিদ সোবহান ও সোনিয়া খাতুন।

৪জন শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার

গত ৮ নভেম্বর ২০২৩ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একজন ছাত্রকে নির্যাতনের অভিযোগে ৪ জন শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না' মর্মে ৭ কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শৃঙ্খলা পরিষদের সভায় বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সাময়িকভাবে বহিষ্কৃতরা হলেন, তবারক মিয়া (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ), মুরসালিন ফাইয়াজ (অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশিপ বিভাগ), ফয়সাল আহমেদ সাকিব (অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশিপ বিভাগ) এবং জুবায়ের ইবনে হুমায়ুন (অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগ)।

এছাড়া, কথিত 'প্রলয় গ্যাং' নামের একটি গ্রুপের বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গঠিত আন্তঃহল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৪ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সভায়, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৪৯জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়।

জাপানের এনইএফ বৃত্তি পেলেন ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থী জাপানের নাগাও ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনইএফ) বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. একেএম মাহবুব হাসান, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, এনইএফ বৃত্তি কমিটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন এবং বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি বলেন, পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ক্যাম্পাসের পরিবেশকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষার্থীদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিবেশ বান্ধব সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এনইএফ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- নুসরাত জাহান লিজা, জুলফা বেগম, শায়লা আকতার (উদ্ভিদবিজ্ঞান), মুনতাহিনা ইসলাম পায়েল (প্রাণিবিদ্যা), রুকাইয়া পারভীন লাবনী (অণুজীব বিজ্ঞান), নির্বাচিতা করিম রিতা, সামিরা আকতার (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), সেলিম সাদমান সাদাত, মাছেদা খাতুন (মৎস্যবিজ্ঞান) এবং সাদিয়াতুল জান্নাহ (সমুদ্রবিজ্ঞান)।

ঢাবি এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর মধ্যে গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর জেনারেল ম্যানেজার মি. অশ্বনী নায়ার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার দেব, কয়েকজন শিক্ষক এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল যৌথভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হবে এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আনোয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান মানোয়ার হোসেন এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, আনোয়ার গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান হোসেন মেহমুদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসেন খালেদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ১০ জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারের সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আনোয়ার গ্রুপের সাথে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের মাধ্যমে আজ যে সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার সূত্রপাত হলো, তা আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫